নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৮৪৯৫/২০১৫

মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম
----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।
-বনাম-
রাষ্ট্র ও অন্য
------প্রতিপক্ষদ্বয়
এ্যাডভোকেট বজলুর রশিদ
---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।
এ্যাডভোকেট নওরোজ এম,আর চৌধুরী
----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে
এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৮.০১.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, সিলেট কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ৩০/২০১১ [(কোতোয়ালী থানা মামলা নং ৬২ তারিখ ২৩.০৬.২০১০ (এ,জি,আর ০২/২০১০, জি,আর ৬৩৯/২০১০)] শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২০.০৯.২০১৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে অত্র আপীলকারী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেমকে ধারা ৪০৯ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থক্রমে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ০২(দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ের আরও ২(দুই) মাসের কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ ইং সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ০১(এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১(এক) মাসের কারাদন্ড প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট বজলুর রশিদ বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নওরোজ এম, আর, চৌধুরী এবং রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করলাম।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট বজলুর রশিদ, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নওরোজ এম, আর, চৌধুরী এবং রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর বক্তব্য শ্রবণ করা হল। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় স্পেশাল জজ, সিলেট কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং- ৩০/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৯.২০১৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** ***রায়*** *দুর্নীতি দমন কমিশন, সম্বন্নিত জেলা কার্যালয়, সিলেটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নুরজাহান আহমেদ এই মর্মে এজাহার দাখিল করেন যে, বিগত ২০-৬-২০১০ইং তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটের সময় দুর্নীতি দমন কমিশন, সম্বন্নিত জেলা কার্যালয়, সিলেটের সহকারী পরিচালক জাকির হোসেনের নিকট থেকে টেলিফোনে জানতে পারেন যে, তাদের কার্যালয়ের কনষ্টেবল মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম বিগত ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ আনুমানিক রাত ১০.০০ টার সময় অফিসের স্টোর রুমে বিলুপ্ত দূর্নীতি দমন ব্যুরোর নথিপত্র ও কাজগাদি কার্টুনে প্যাকিং অবস্থায় ভ্যান গাড়ী করে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষী মোঃ মানুদ মিয়া দেখতে পান। উপ-সহকারী পরিচালক, মোঃ আমির হোসেন ও সহকারী পরিদর্শক আবু নছর-কে বিষয়টি যাচাই করে মালামাল উদ্ধার করে ইনভেন্ট্রী করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলে আমির হোসেন পরিদর্শন কালে স্টোর রুমের র্যাক ফাকা দেখতে পান। স্টোর রুমের ১টি সিলিং ফ্যানও কাগজপত্রের সাথে আসামী নিয়ে যায়। আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে সে কাগজ নেওয়ার কথা স্বীকার। করে এবং পরদিন ২ বান্ডিল কাগজ অফিসে জমা দেন। বাকী কাগজ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায় মেসার্স শাহিন এন্টারপ্রাইজের মালিক মোঃ সাত্তার মিয়া আসামীর নিকট হতে প্রায় ১০০ কেজি ওজনের কাগজপত্র ১০০০/= টাকায় এয় করেন। আসামী ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক সরকারী অফিসের মূল্যবান রেকর্ডপত্র ও ফ্যান বিনষ্ট ও আত্মসাৎ করায় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রার্থনায় এজাহার দাখিল করা হয়। কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাদীর এজাহারখানা প্রাপ্ত হয়ে এফ,আই,আর, ফরমের কলাম পুরন করেন এবং উক্ত লিখিত এজাহারটিকে এজাহার হিসাবে গন্য করে আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম -এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩৮০/৪০৯/২০১/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ ইং সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করেন এবং মামলাটির তদন্ত কার্য্যক্রম দূর্নীতি দমন কমিশন, সিলেট গ্রহন করবেন মর্মে উল্লেখ করেন। অতঃপর দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর উপ-সহকারী

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিচালক, মোঃ রেজাউল হাসান তরফদার মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে তদন্ত কার্য করেন এবং মামলার এজাহারের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম -এর বিরুদ্ধে কোতয়ালী থানার অভিযোগপত্র নং-৬১ তারিখ- ৩১-০১-২০১১ইং দাখিল করেন। *অতঃপর মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট কর্তৃক মামলার নথি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের নিমিত্ত বিজ্ঞ দায়রা জজ ও সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিলেট বরাবরে প্রেরন করা হলে বিজ্ঞ দায়রা জজ, সিলেট আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম -এর বিরুদ্ধে গত ২৫-০৪-২০১১ ইং তারিখের আদেশে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ ইং সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আমলে গ্রহন করেন এবং মামলাটির নথি অত্রাদালতের বিচার ও নিস্পত্তির জন্য বদলী মুলে প্রেরন করেন।* *অত্র আদালত কর্তৃক মামলাটি প্রাপ্তির পর বিগত ২৮-১১-২০১১ ইং তারিখে আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম-এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ ইং সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীকে পাঠ করে শুনানো হলে আসামী নিজে-কে নির্দোষ দাবীতে বিচার প্রার্থনা করেন।* *মামলাটি বিচার কালীন সময় পি.ডব্লিউ-১ থেকে পি,ডব্লিউ-১২ এর সাক্ষ্য গ্রহন শেষে প্রসিকিউশন পক্ষ পরবর্তী কোন সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞ পি,পি, মামলাটিতে পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত ঘোষনার প্রার্থনা করে দরখাস্ত দাখিল করলে তা মঞ্জুর করা হয় এবং উপস্থিত আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম-কে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে এবং সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে আসামী নিজে-কে পুণরায় নির্দোষ বলে দাবী করেন এবং কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না এবং কোন কাগজ দাখিল করবেন না বলে জানান। পরিশেষে যুক্তিতর্ক শ্রবন করা হয়।* ***<u>বিচার্য্য বিষয়</u>*** *১। আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম দূর্নীতি দমন কমিশন, সম্বলিত জেলা কার্যালয়, সিলেটে কনষ্টেবল হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন উক্ত অফিসের স্টোর রুমে রক্ষিত মুল্যবান কাগজপত্র বিএনয় করতঃ টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন কি না এবং ষ্টোরের সিলিং ফ্যান অবৈধভাবে নিয়ে যান কি না।* *২। আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম -এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন কি না।* *৩। আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযুক্তক্রমে আসামী-কে শাস্তি প্রদান করা যায় কি না। ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।*** *১-৩ নং বিচার্য্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনার জন্য একত্রে নেওয়া হলো এবং আলোচনা করা হলো।* *প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম-এর বিরুদ্ধে আনীত দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ ইং সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ প্রমানের জন্য অভিযোগপত্রে বর্নিত সাক্ষীর মধ্যে ১২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। তাদের সাক্ষ্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।* *পি.ডাব্লিউ-১ মোঃ আমির হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ৩০-৬-২০১০ ইং সকালে অফিসে এসে জানতে পারেন যে, কনষ্টেবল মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম ১৭-৬-২০১০ ইং রাত অনুমান ১০.০০ টায় অফিসের ষ্টোর থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে এক ভ্যান পুরাতন কাগজ নিয়ে যান। ২০-৬-২০১০ ইং তারিখে আসামীকে জিজ্ঞাসা করলে সে কাগজ গুলো ফেরত দিয়ে দিবে বলে জানায়। ২১-৬-২০১০ ইং তারিখে দুই বান্ডেল অনুমান ২৫ কেজি কাগজ ফেরত দেয়। ২৩-৬-২০১০ ইং তারিখে তল্লাসী চালিয়ে শাহিন এন্টারপ্রাইজ মোঃ ছাত্তার মিয়ার দোকান থেকে আরো ৭ বান্ডেল কাগজ উদ্ধার করা হয়। তিনি মোট ৯ বান্ডেলকাগজ ইনভেন্ট্রি করেন। এই আসামীর কাছ থেকে অফিসের ১টি ফ্যানও উদ্ধার করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত কাগজ গুলো তার কাছ থেকে নিয়ে জব্দনামা মুলে জব্দ করেন। সাক্ষী জব্দনামা প্রদর্শনী-১ এবং তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জব্দকৃত আলামত আবার তার জিম্মায় দেওয়া হয়। সাক্ষী জিম্মানামা প্রদর্শনী-২ এবং তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আসামী কর্তৃক নেওয়া ফ্যান ২৫-১০-২০১০ ইং তারিখে জব্দনামা মুলে জব্দ করা হয়। সাক্ষী সেই জব্দনামা প্রদর্শনী-৩ এবং তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ৩/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জব্দকৃত ফ্যান তার জিম্মায় দেওয়া হয়। সাক্ষী সেই ২৫-১০-১০ ইং তারিখের জিম্মানামা প্রদর্শনী-৪, তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জব্দকৃত কাগজের ১টি বান্ডেল বস্তু প্রদ- I হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন যে, ষ্টোর রুমের চার্জে কেউ থাকে না। কি কি কাগজ হারানো গেছে তা তদন্তকারী কর্মকর্তা লিষ্ট করেছেন। দুদকের অফিসের সঠিক ঠিকানা সুরন নেই। নিরাপত্তা রক্ষী আসামী কাগজপত্র নিতে দেখে কোন বাধা দেয়নি তবে অফিসকে জানিয়েছে। সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেওয়া হয় যে, আসামী কোন কাগজপত্র তার নিকট বা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেনি; নিরাপত্তা রক্ষী মিথ্যা কথা বলেছে; আসামী টোর থেকে কোন কাগজ চুরি করেনি বা শাহিন এন্টারপ্রাইজে বিক্রি করেনি; নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীর অফিসিয়াল দ্বন্ধ থাকায় মিথ্যা কথা বলেছে; এজহার বর্নিত কোন ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখিত সাজেশান সমূহ সাক্ষী সত্য নয় মর্মে উল্লেখ করেন। *পি.ডব্লিউ-২ নুরজাহান আহমেদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখে সিলেট দূর্নীতি দমন কমিশনে সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তখন ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালকের দায়িত্বেও ছিলেন। ২০-৬-২০১০ইং তারিখে সহকারী পরিচালক জনৈক জাকির হোসেনের নিকট জানতে পারেন যে, কনষ্টেবল ২৯৩ মোঃ মোশায়েকুর রহমান খাদেম ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ রাত ১০.০০ টায় ষ্টোর রুম থেকে ভ্যান গাড়ী যোগে কাগজপত্র নিয়ে যান, যা নিরাপত্তারক্ষী মাসুম মিয়া দেখতে পান। এই ব্যাপারে সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন নিজে এবং উপ-পরিচালক আমির হোসেন এবং সহকারী পরিদর্শক আবু নসর-কে বিষয়টি যাচাই করে মালামাল উদ্ধার করে ইনভেন্ট্রি করার জন্য নির্দেশ দেন। তারা তদন্ত করে দেখতে পান ২টি সিলিংফ্যান নেই এবং স্টোরে রক্ষিত কাগজপত্রও নেই। আসামী খাদেম জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করেন এবং সকল জিনিষপত্র ফেরত দিবে মর্মে অংগীকার করে। পরের দিন কিছু কাগজপত্র আসামী অফিসে জমা দেয়। আসামী শাহিন এন্টারপ্রাইজ নামক দোকানে কাগজাদি বিক্রি করে মর্মে জানতে পেয়ে তাদের অফিসের লোক সেখান থেকে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত কাগজাত ইনভেন্ট্রি করা হয়। পরে জানা যায় আসামী খাদেম অপর ৪ জনের সহায়তায় ষ্টোর ফম থেকে কাগজপত্র গুলো সরিয়েছিল। তিনি তৎপর উর্ধ্বতন সর্তৃপক্ষের নির্দেশে অত্র মামলা করেন। সাক্ষী এজাহার প্রদর্শনী-৫ এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার ৬ দিন পর মামলা করা হয়। সাক্ষী স্বীকার করেন যে, এজাহারে কাগজপত্রের কোন বর্ননা নেই এবং কি কি কাগজ আসামী ফেরত দিয়াছে তারও বর্ননা এজাহারে নেই। ঘটনার রাতে অফিসে কত জন লোক ছিল বলতে পারবেন না। সাক্ষীকে সাজেশান দেওয়া হয় যে, ঘটনার দিন ও সময়ে আসামী খাদেম কোন কাগজপত্র চুরি করেনি বা পরবর্তীতে কোন কাগজ ফেরত দেয়নি; এজহার মতে গুরুত্বপূর্ন কোন কাগজ চুরি হয়নি; এজাহার বর্নিত মতে কোন ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখিত সাজেশান সমুহ সাক্ষী সত্য নয় মর্মে উল্লেখ করেন।* *পি.ডব্লিউ-৩ মোঃ সেলিম হাওলাদার তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার সময় সিলেট দূর্নীতি দমন কমিশন অফিসে উচ্চমান সহকারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ২১-৬-২০১০ ইং তারিখের ইনভেন্ট্রিতে তার স্বাক্ষর আছে। সাক্ষী উক্ত ইনভেন্ট্রি প্রদর্শনী-৬ ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ইনভেস্ট্রিকৃত কাগজাদি আসামী খাদেম উপস্থাপন করেছিল। কাগজগুলো এলোমেলো থাকায় বর্ননা*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আকারে ইনভেন্ট্রি না করে ওজন করে ইনভেন্ট্রি করা হয়। আসামী খাদেম তার দখল থেকে ইনভেন্ট্রিকৃত কাগজগুলো উপস্থাপন করেছে মর্মে স্বাক্ষর আছে ইনভেস্ট্রিতে। *সাক্ষী আসামী পক্ষের জেরায় বলেন যে, ইনভেস্ট্রিতে তাদের অফিসের লোকজনের স্বাক্ষর আছে।* *পি.ডব্লিউ-৪ মোঃ রুহুল আমিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২১-৬-২০১০ ইং তারিখে সিলেট অফিসে ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ২১-৬-২০১০ ইং তারিখের ইনভেন্ট্রিতে তার স্বাক্ষর আছে যা তিনি প্রদর্শনী-৬/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আসামী খাদেম উক্ত কাগজগুলো টিপস্থাপন করেছিল মর্মে ইনভেস্ট্রিতে তারও স্বাক্ষর আছে।* *আসামী পক্ষ থেকে এই সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়।* *পি.ডব্লিউ-৫ মোঃ মাসুদ মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখে সিলেট দুদক কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন রাত ১০.০০ টায় অফিসে ডিউটি করার জন্য আসলে দেখেন আসামী খাদেম ২জন লোক নিয়ে অফিসের ২য় তলায় বসে আছে। তিনি তখন নীচ তলায় চলে আসেন। কিছুক্ষন পরে দেখেন আসামী খাদেম কিছু কার্টুন সহ ১টি ঠেলা গাড়ী অফিসের গেইট থেকে বাহির করছে। জিজ্ঞাসা করলে জানায় কিছু পচা কাগজ আছে উক্ত কার্টুনে। তিনি উক্ত ঘটনা অফিসে জানিয়েছেন।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন যে, তিনি ছাড়া তখন আর কোন পাহাড়াদার ছিল ন্য। তিনি রাত ১০.০০ টার পরে টেলিফোনে ঘটনা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষকে। সাক্ষীকে সাজেশান দেওয়া হয় যে, আসামী খাদেমকে ঠেলাগাড়ী দিয়া কার্টুন নিতে দেখেননি; তিনি ফোনে ঘটনা মীর কাশেমকে জানাননি; তিনি ঘটনার সময় অফিসে পাহাড়াদার হিসাবে ছিলেন না; উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শিখানো মতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন; এজাহার বর্ণিত মতে কোন ঘটনা ঘটেনি। সাক্ষী উক্ত সাজেশান সমূহ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন।* *পি.ডব্লিউ-৬ শ্যামল কান্তি পার্থ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৮-৬-২০১০ ইং হতে ২৩-৬-২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত ছুটিতে ছিলেন। বর্নিত সময়ে এ,এস,আই, হিসাবে দুদক অফিসে সিলেটে কর্মরত ছিলেন। তিনি এবং অফিসের আরও কয়েকজন অফিসে থাকতেন। তার নিকট অফিসের চাবি থাকতো। তিনি ছুটিতে যাওয়ার কারনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চাবি আসামী খাদেম- কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ২৩-৬-২০১০ ইং তারিখে অফিসে এসে জানতে পান আসামী খাদেম অফিসের কিছু কাগজপত্র চুরি করে হকারের নিকট বিক্রি করেছে এবং ১টি সিলিং ফ্যান নিয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে খাদেম কিছু কাগজপত্র ও ফ্যান অফিসে জমা দেয়। আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন যে, কি কি কাগজ চুরি হয়েছে বলতে পারবেন না। সাক্ষী অস্বীকার করেন যে, তিনি ঘটনার কথা শুনেননি; অফিসের চাবি আসামীর নিকট দিয়ে যাননি বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অদ্য সঠিক সাক্ষ্য দেননি বা এজাহার বর্নিত মতে কোন ঘটনা ঘটেনি। *পি, ডব্লিউ-৭ জামাল হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০-৬-২০১০ ইং তারিখে সিলেট, দুদক অফিসে কর্মরত ছিলেন। অফিসে এসে শুনেন আসামী খাদেম কিছু কাগজপত্র বিনা অনুমতিতে বিক্রি করে দিয়েছে। ২১-৬-২০১০ আসামী খাদেম কিছু কাগজ (৩বান্ডিল) বিশ কেজি তাদের সামনে উপস্থাপন করে। ডিএডি আমির হোসেন ইনভেন্ট্রি করেন। সাক্ষী ইনভেন্ট্রিতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/৩, ২৩-৬-১০ ইং তারিখের ইনভেন্ট্রি প্রদর্শনী-৭ এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭/১, ২৫-১০-১০ ইং তারিখের জব্দ নামায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩/২. ২৫-১০-২০১০ ইং তারিখের জিম্মানামায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী জানান আসামী কি কি কাগজ বিক্রি করেছে বলতে পারবেন না। সাক্ষী অস্বীকার করেন যে, এজাহার বর্নিত মতে আসামী কোন কাগজপত্র বিক্রি করেনি বা তিনি এজহার বর্নিত কোন ঘটনা শুনেননি বা তিনি সঠিক সাক্ষ্য দেননি।* *পি.ডব্লিউ-৮ মীর মোহাম্মদ আলী, পি.ডব্লিউ-৯ কনষ্টেবল ৫১৬ মোঃ ফারুক উদ্দিন কে প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে টেন্ডার করা হয় এবং আসামী পক্ষ থেকে তাদেরকে জেরা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়।* *পি.ডব্লিউ-১০ মোঃ হাসান কবির খান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, কনষ্টেবল পদে ২৫-১০-২০১০ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন সিলেটে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন উপ-পরিচালক জনাব আমির হোসেন এর উপস্থাপন মতে তদন্তকারী কর্মকর্তা জব্দনামা মুলে জব্দনামায় উল্লেখিত ১-৪নং ক্রমিকের কাগজাদি জব্দ করেন। জব্দ নামায় তার স্বাক্ষর নেন। জব্দ নামায় সাক্ষীর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জব্দকৃত আলামত আমির উদ্দিন এর জিম্মায় জিম্মানামা মূলে দেয়া হয়। জিম্মানামায় তার স্বাক্ষর নেয়া হয় যা প্রদর্শনী-২/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ২৫-১০-২০১০ ইং তারিখ ১৬.১৫ মিনিটের সময় জামাল হোসেন এর উপস্থাপন মতে ১টি পুরাতন সিলিং ফ্যান জব্দনামা মুলে জব্দ করা হয় এবং তার স্বাক্ষর নেয়া হয় যা সাক্ষী প্রদর্শনী-৩/৩ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ফ্যানটি আমির হোসেন এর জিম্মায় দেওয়া হয় এবং জিম্মানামায় তার স্বাক্ষর নেয়া হয় যা প্রদর্শনী-৪/৩ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ২১-৬-২০১০ ইং তারিখ ১৬.০০ টার সময় আসামী মোঃ মোশায়েকুর রহমান খাদেমের হেফাজত থেকে এবং তার কর্তৃক জমাকৃত চোরাই কাগজাদি আমির*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হোসেন ইনভেন্ট্রির তালিকা প্রস্তুত করতঃ তার স্বাক্ষর নেন। ইনভেন্ট্রিতে সাক্ষীর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬/৪ হিসাবে চিহ্নিত করেন। *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন যে, তিনি ৪টি জব্দ নামায় বিভিন্ন তারিখে স্বাক্ষর করেছেন। তারিখ সঠিকভাবে মনে নেই। জব্দকৃত কাগজ গুলি ব্যুরো আমলের কিছু পুরাতন নষ্ট কাগজ ছিল। কাগজ গুলি মামলা সংক্রান্ত। কিন্তু কোন মামলা সংক্রান্ত নম্বর বলতে পারবেন না। তার অফিসার কাগজ গুলি উপস্থাপন করেন। তার সাথে আরও জামাল হোসেন জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর দেয়। আর কে কে ছিল বলতে পারবেন না। ফ্যান সহ সব কিছু আমির হোসেন উপস্থাপন করেন। তিনি তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। দুদকের ব্যক্তি ছাড়া নিরপেক্ষ কেউ জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেন কি না বলতে পারবেন না। সাক্ষী অস্বীকার করেন যে, তার স্বাক্ষরিত জব্দ তালিকার আলামত এই মামলা সংক্রান্ত আলামত নয় এবং মালামাল গুলি তাদের অফিসে রক্ষিত ছিল এবং কেউ সরিয়ে নিয়ে যায়নি এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার শিখানো মতে সাক্ষ্য দিলেন। তিনি জব্দকৃত কাগজ ও ফ্যান দেখেছেন।* *পি.ডব্লিউ-১১ মোঃ শাহজালাল খাঁন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ কনষ্টেবল পদে সিলেট দুর্নীতি দমন কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন তিনি ছুটিতে ছিলেন। ৯ দিন পরে শুনলেন আসামী অফিসের কিছু কাগজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিয়ে গেছে এবং শুনেছেন কিছু কাগজপত্র পরে জমা দিয়েছে।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন যে, ঘটনা তিনি চোখে দেখেননি সম্পূর্ন শুনা কথা।* *পি.ডব্লিউ-১২ মোঃ রেজাউল হাসান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ০২-৯-২০১০ ইং তারিখ উপ-সহকারী পরিচালক হিসেবে দূর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। দুদক স্মারক নং দুদক/সি/১৭/২০১০/অনুসন্ধান তদন্ত ২/সিলেট/১৬৮৪৪, ০২-৯-২০১০ইং মূলে তদন্তভার তার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি তার নিয়োগপত্র প্রদর্শনী-৮ হিসাবে চিহ্নিত করেন। বিগত ০২-৯-২০১০ ইং তারিখ ডকেট প্রাপ্ত হয়ে তদন্তভার গ্রহন করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকন করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দি ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। আলামত জব্দ করেন। তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও রেকর্ড বিশ্লেষনে পাওয়া যায় ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ আসামী মোঃ মোশায়েকুর রহমান খাদেম, কনষ্টেবল নং ২৯৩, দুর্নীতি দমন কমিশন সজেকা সিলেটে কর্মরত থাকাকালে রাত্রি কালীন ডিউটি করার জন্য তাকে নিয়োজিত করা হয়। সেদিন রাতে তিনি উক্ত অফিসে কর্তব্যরত ছিলেন। রাত ১০.০০ টার সময় আসামী সিলেট কার্য্যালয় ২য় তলার ষ্টোর কম হতে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর নথি/কাগজ ষ্টোররুম থেকে বের করে ৫০০/৬০০ গজ দুরে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পুরাতন কাগজপত্র ক্রয় বিএনয়ের দোকান মেসার্স শাহিন এন্টারপ্রাইজে নিয়ে যায় এবং সেখানে ওজন করে আনুমানিক ১০০ কেজির মূল্য বাবদ ১০০০/= আসামী প্রাপ্ত হন। তদন্তে অভিযোগ প্রাথমিকভাতবে সত্য হওয়ায় ০৯-১২-২০১০ইং তারিখ সাক্ষ্য স্মারক লিপি প্রদান করেন। এর প্রেক্ষিতে সস্মারক নং ১৯১১, ২৭-১-২০১১ইং চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হন। সাক্ষী অনুমোদন প্রদর্শনী-৯ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি পরে চার্জশীট দাখিল করেন। অভিযোগপত্র নং ৬১, তারিখ ঃ-৩১-১-২০১১ ইং। তার প্রস্তুতকৃত ২টি জব্দ তালিকা ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/৩, ৩/৪, জিম্মানামা ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪/৪, খসড়া মানচিত্র ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। *এ পর্যায়ে আসামী পলাতক থাকায় সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।* ***<u>আসামীর ডিফেন্স কেইস :-</u>*** *প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীগনের জেরার প্রেক্ষিতে আসামীর প্রাপ্ত ডিফেন্স কেইস এই যে, আসামী ষ্টোর রুম থেকে কোন কাগজ চুরি করেননি বা শাহিন এন্টারপ্রাইজে বিএনা করেনি বরং নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে আসামীর অফিসিয়াল দন্ধ থাকায় সে আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে।* *যুক্তিতর্ক শুনানীকালে রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি, বলেন যে, অত্র মামলা প্রমানের জন্য মোট ১২জন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বিজ্ঞ পি,পি, স্বীকার করেন যে, উপস্থিত ৩জন সাক্ষীর বক্তব্য থেকে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান হয়নি। সে কারনে সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রার্থনা করেন।* *যুক্তিতর্ক শুনানীকালে রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি, বলেন যে, অত্র মামলা প্রমানের জন্য মোট ১২জন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষীগন সাক্ষ্য প্রদানকালে এজাহার বর্নিত ঘটনা সমর্থন পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করেন। মৌখিক ও বিভিন্ন দালিলিক সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান হওয়ায় আসামী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।* *অপর দিকে যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আসামী পলাতক থাকায় আসামী পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবন করা সম্ভব হয়নি।* *বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি-এর বক্তব্য, এজাহার, সাক্ষীগনের সাক্ষ্য, জব্দ তালিকা, ইনভেন্ট্রি, জিম্মানামা, খসড়া মানচিত্র ও নথিতে রক্ষিত অন্যান্য কাগজাদি বিশদ পর্যালোচনা করলাম। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম এর বিরুদ্ধে এজাহারে এই অর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, আসামী ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ দূর্নীতি দমন কমিশন, সম্বন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেটে কনষ্টেবল পদে নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন রাত অনুমান ১০.০০ টার*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সময় ষ্টোর রুম থেকে বিলুপ্ত দূর্নীতি দমন ব্যুরো এর নথিপত্র ও কাগজাদি বহু সিলিং ফ্যান নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে কতেক কাগজাদি মেসার্স শাহিন এন্টারপ্রাইজ নামক দোকানে বিক্রয় করে। পরবর্তীতে আসামী ২১-৬-২০১০ ইং তারিখ বিকালে দুই বান্ডিল কাগজ অফিসে জমা দেন। উক্ত অভিযোগে দূর্নীতি দমন কমিশন, সম্বন্নিত জেলা কার্যালয়, সিলেটের উপ পরিচালক নুরজাহান আহমেদ আসামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রার্থনায় এজাহার দাখিল করেন। *উক্ত অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ ইং সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। উক্ত অভিযোগে অভিযুক্তক্রমে আসামীকে শাস্তি প্রদান করতে হলে প্রসিকিউশন পক্ষ কে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে হবে যে, ঘটনার তারিখে এবং সময়ে আসামী দূর্নীতি দমন কমিশন, সম্বনিত জেলা কার্যালয়, সিলেটে কনষ্টেবল হিসাবে নিয়োজিত থাকাকালীন অপরাধ মূলক বিশ্বাস ভংগ করে উক্ত অফিসের ষ্টোর রুম থেকে মুল্যবান কাগজপত্র সহ সিলিং ফ্যান নিয়ে যায়।* *দেখা যাক প্রসিকিউশন পক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে আনীত উল্লেখিত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন কি না।* *নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এজাহারকারী নুরজাহান আহমদ পি,ডব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকালে তার প্রদত্ত এজাহারের পূর্ণ সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং এজাহার ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করেন। তার বক্তব্য থেকে এই মর্মে তথ্য পাওয়া যায় যে, তিনি। কথিত ঘানা না দেখলেও সহকারী পরিচালক জাকির হোসেনের নিকট থেকে জানতে পারেন যে, আসামী কনষ্টেবল মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ রাত ১০.০০ টায় স্টোর রুম থেকে ভ্যান যোগে কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষী মাসুদ দেখতে পান। বিষয়টি তদন্ত করে সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন, উপ-সহকারী পরিচালক আমির হোসেন এফং সহকারী পরিদর্শক আবু নছর তদন্ত করে দেখতে পান ২টি সিলিং ফ্যান নাই এবং ষ্টোরে রক্ষিত কাগজপত্র নাই। সাক্ষী আরও জানান, জিজ্ঞাসাবাদে আসামী খাদেম অপরাধ স্বীকার কারেন এবং জিনিষপত্র ফেরত দিবেন মর্মে অঙ্গিকার করে পরদিন কিছু কাগজপত্র ফেরত দেন। আসামীর কাছ থেকে জানতে পেরে অফিসের লোক শাহিন এন্টারপ্রাইজ নামক দোকান থেকে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করেন। এজাহারকারীকে জেরার প্রেক্ষিতে তিনি স্বীকার করেন যে, এজাহারে কি কি কাগজপত্র আসামী নিয়েছে এবং কোন কোন কাগজ ফেরত দিয়েছে তার কোন বর্ননা এজাহারে নাই। তবে সাক্ষীর এজাহার এবং জবানবন্দির বক্তব্য থেকে দেখা যায়, আসামী কর্তৃক নিয়ে যাওয়া কাগজপত্র এবং ফেরত দেওয়া কাগজপত্রের ইনভেন্ট্রি পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করেন। তাতে কাগজপত্রের বিস্ত*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ারিত বর্ননা রয়েছে। উক্ত ইনভেন্ট্রি সমুহ প্রদর্শনী-৬-৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রদর্শনী-৬ হতে দেখা যায়, ১৭-৬-২০১০ইং তারিখ রাতে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্বন্নিত জেলা কার্যালয়, সিলেটের ষ্টোর রুম হতে চুরি যাওয়া মালামাল ও কাগজ বিষয়ে আসামীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি পরবর্তীতে তার হেফাজত থেকে যে সমস্ত কাগজাদি অফিসে জমা দেন তার বিস্তারিত বর্ননা ইনভেন্ট্রিতে রয়েছে। প্রদর্শনী-৭ হতে দেখা যায়, ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ আসামী কর্তৃক দূর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয়ের ষ্টোর রুম থেকে নিয়ে যাওয়া কিছু কাগজপত্রাদি আসামী কর্তৃক মেসার্স শাহিন এন্টারপ্রাইজের মালিক জনাব আবদুস সাত্তারের নিকট বিএনয় করা হয়। প্রদর্শনী-৭-এ বিক্রয়কৃত মালামালের বিস্তারিত বর্ননা রয়েছে। উক্ত ইনভেস্ট্রি ২টি উপ-সহকারী পরিচালক আমির হোসেন কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়। ইনভেন্ট্রি প্রস্তুতকারী আমির হোসেন পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করতঃ তার প্রস্তুতকৃত ইনভেন্ট্রি প্রমান করেন। প্রদর্শনী-৬-৭ অর্থাৎ ইনভেন্ট্রি এর ৩জন সাক্ষী মোঃ সেলিম হাওলাদার, মোঃ রুহুল আমিন ও জামাল হোসেন যথাক্রমে পি,ডব্লিউ-৩, পি,ডব্লিউ-৪ এবং পি.ডব্লিউ-৭ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকালে উক্ত ইনভেন্ট্রিতে নিজ নিজ স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। উক্ত সাক্ষী সেলিম হাওলাদার অর্থাৎ দুদকের উচ্চমান সহকারী, মোঃ রুহুল আমিন, দুদকের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং জামাল হোসেন ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর এর সাক্ষ্য হতে দেখা যায়, ইনভেন্ট্রিকৃত কাগজাদি আসামী কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং আসামী স্বয়ং ইনভেন্ট্রিতে স্বাক্ষর করেন। প্রদর্শনী-৬ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম তাতে স্বাক্ষর করতঃ এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, "অত্র ইনভেস্ট্রেরী তালিকার ৫নং ক্রমিকে বর্নিত কাগজপত্র আমার হেফাজত থেকে ইনভেন্ট্রেরীকারী কর্মকর্তা মালামাল চুরি/খোয়া যাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করায় আমার হেফাজত থেকে ইনভেস্ট্রেরী করার জন্য উপস্থাপন করলাম এবং ইনভেন্টরীর ০১ (এক) কপি বুঝে পেলাম।" ইনভেন্ট্রী প্রমানকারী উল্লেখিত ৩জন সাক্ষীকে আসামী পক্ষ থেকে এই মর্মে কোন সাজেশান দেওয়া হয়নি যে, ইনভেস্ট্রীতে প্রদত্ত দস্তখতটি প্রকৃত পক্ষে আসামীর নয়। পি,ডব্লিউ-৩ -কে জেরার উত্তরে তিনি বলেন, ইনভেস্ট্রীতে তার অফিসের লোকজনের স্বাক্ষর আছে। পি.ডব্লিউ-৪কে আসামী পক্ষ থেকে কোন জেরাও করা হয়নি। কাজেই ইনভেন্ট্রী ২টির যথার্থতা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না এবং ইনভেস্ট্রীতে আসামীর বক্তব্য এবং স্বাক্ষর প্রমান করে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অর্থাৎ আসামী কর্তৃক অফিসের ষ্টোর রুম থেকে অবৈধভাবে কাগজ সরিয়ে বিক্রয় করা যথার্থ। পি.ডব্লিউ-১ এর বক্তব্যে আরও পাওয়া যায়, আসামীর কাছ থেকে অফিসের

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১টি সিলিং ফ্যানও উদ্ধার করা হয়। উক্ত ফ্যানটি ২৫-১০-২০১০ ইং তারিখের জব্দনামা মুলে জব্দ করা হয় এবং পরবর্তীতে তার জিম্মায় দেয়া হয়। সাক্ষী উক্ত জব্দনামা এবং জিম্মানামা প্রমান করেন। আসামী কর্তৃক অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া কাগজাদির জব্দনামা এবং জিমানামাও এই সাক্ষী কর্তৃক প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জব্দকৃত কাগজের বান্ডিল আদালতে উপস্থাপন করা হলে সাক্ষী বস্তু প্রদর্শনী। হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই সাক্ষীর জেরা থেকেও বিপরীত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। *এজাহার এবং উল্লেখিত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় যে, ঘটনার তারিখে এবং সময়ে অফিসের স্টোর রুম থেকে মুল্যবান কাগজাদি, ফ্যান আসামী কর্তৃক নিয়ে যেতে দেখেন অফিসের নিরাপত্তারক্ষী মোঃ মাসুদ মিয়া। কাজেই মোঃ মাসুদ মিয়ার সাক্ষ্য অত্র মামলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত হয়। উক্ত মোঃ মাসুদ মিয়া পি.ডব্লিউ-৫ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকালে জবানবন্দিতে বলেন, ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখ সিলেট দুদক কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালীন রাত ১০.০০ টার পরে আসামী খাদেম-কে কিছু কার্টুন সহ অফিসের গেইট থেকে ঠেলা গাড়ীতে বাহির করে নিতে দেখতে পান। জিজ্ঞাসা করলে আসামী তাকে জানায় যে, কার্টুনে পচা কাগজ আছে। পরে তিনি উক্ত ঘটনা অফিস-কে জানান। তার জেরা থেকে পাওয়া যায় তখন তিনি ছাড়া আর কোন পাহারাদার ছিল না। রাত ১০.০০ টার পরে তিনি ঘটনা টেলিফোনে কর্তৃপক্ষ কে জানান। অর্থাৎ এজাহারের বক্তব্য এই সাক্ষীর বক্তব্য কে সম্পূর্ন রুপে সমর্থন করে। এই সাক্ষীর জেরা থেকেও এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যে, তার জবানবন্দির বক্তব্য যথার্থ নয়। বরং এই সাক্ষী আসামী কর্তৃক প্রদত্ত সাজেশান সমুহ সম্পূর্ন অস্বীকার করেন।* *পি.ডব্লিউ-৬ কোর্ট সহকারী শ্যামল কান্তি পার্থ এর বক্তব্য নিরাপত্তারক্ষী মাসুদ মিয়ার বক্তব্য কে সমর্থন করে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি ১৮-৬-২০১০ ইং তারিখ হতে ২৩-৬-২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত দুদক অফিস সিলেট থেকে ছুটি নেন এবং ছুটিতে যাওয়ার কারনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি চাবি আসামীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ছুটি শেষে ২৩-৬-২০১০ ইং তারিখে অফিসে এসে জানতে পারেন আসামী খাদেম অফিসের কিছু কাগজপত্র চুরি করে হকারের কাছে বিক্রি করেছে এবং ১টি সিলিং ফ্যান নিয়ে গেছে। পরবর্তীতে আসামী খাদেম কাগজপত্র এবং ফ্যান অফিসে জমা দেয়। এই সাক্ষীর জেরা থেকেও বিপরীত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই সাক্ষীর অনুরুপ তথ্য পাওয়া যায় পি.ডব্লিউ-১১ মোঃ শাহজালাল খানের বক্তব্য থেকে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখে সিলেট দূর্নীতি দমন কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে তিনি ছুটিতে ছিলেন এবং ছুটি থেকে ৯দিন পর এসে জানতে পারেন আসামী কিছু কাগজপত্র কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিয়ে গেছে এবং*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরে কিছু কাগজ জমা দিয়েছে। যদিও এই সাক্ষী কোন ঘটনা দেখেননি তথাপি সাক্ষীর বক্তব্য আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অন্যান্য সাক্ষীদের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করে। *পি.ডব্লিউ-১০ মোঃ হাসান কবির এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, তিনি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকা এবং জিম্মানামার ১জন সাক্ষী হিসাবে জব্দ নামা এবং জিম্মানামা প্রমান করেন এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রমান করেন। উক্ত জব্দ তালিকা অর্থাৎ প্রদর্শনী-১, প্রদর্শনী-৩ ও জিম্মানামা প্রদর্শনী-২ ও ৪ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইনভেন্ট্রীকৃত সমস্ত কাগজাদি, যেগুলি আসামী কর্তৃক অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনাক্রমে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং পরবর্তীতে উল্লেখিত মালামাল সমুহ মোঃ আমির -হোসেন, উপ-সহকারী পরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন, সম্বন্নিত জেলা কার্যালয়, সিলেটের জিম্মায় প্রদান করা হয়। আসামী কর্তৃক অবৈধভাবে নেওয়া ১টি সিলিং ফ্যানও জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা উক্ত আমির হোসেনের জিম্মায় প্রদান করা হয়। এই সাক্ষী প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেন, আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেমের হেফাজত থেকে উল্লেখিত মালামাল পাওয়া যায় এবং তা ইনভেন্ট্রী ক্রমে জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করা হয়। তার জেরা থেকে জানা যায়, জব্দকৃত কাগজ গুলি মামলা সংক্রান্ত তবে কোন মামলা সংক্রান্ত তা তিনি বলতে পারবেন না। এই সাক্ষীর জেরার বক্তব্য থেকে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে ধরে নেয়া যায় যে, জব্দ তালিকা যথার্থ নয় বরং এই সাক্ষীর জবানবন্দি, জেরা এবং প্রদর্শনী কাগজাত বিশ্লেষণে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের যথার্থতা পাওয়া যায়।* *পি.ডব্লিউ-১২ মোঃ রেজাউল হাসান অর্থাৎ তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য প্রদান করতঃ তার প্রদত্ত অভিযোগপত্রের যথার্থতা প্রমান করেন। এই সাক্ষী তার প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকা, জিম্মানামা, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ইত্যাদিও প্রমান করেন। এই সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহন কালে আসামী পলাতক থাকায় আসামী কর্তৃক তাকে জেরা করা হয়নি। কাজেই স্বাভাবিকভাবে তার জবানবন্দির বক্তব্য যথার্থ মর্মে প্রমানের অপেক্ষা রাখে না।* *উপরে আলোচিত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য, বিভিন্ন ইনভেন্ট্রী, জব্দ তালিকা, জিম্মানামা, অভিযোগপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় এই মর্মে তথ্য পাওয়ায় যে, আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম ১৭-৬-২০১০ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন, সম্বন্নিত জেলা কার্যালয়, সিলেটে কনষ্টেবল হিসাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকাকালীন অপরাধ মুলক বিশ্বাস ভংগ করে কার্যালয়ের স্টোর রুম থেকে সিলিং ফ্যান সহ মুল্যবান কাগজপত্র অবৈধভাবে নিয়ে যায় এবং কিছু কাগজ অবৈধভাবে বিএনয় করে। সাক্ষ্য প্রমান থেকে আরও পাওয়া যায়, এ ব্যাপারে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

করা হলে পরবর্তীতে আসামী কিছু কাগজ ফেরত দেন এবং বাকী কাগজ বিএনা করার কথা স্বীকার করেন। সাক্ষ্য প্রমান থেকে আসামীর ডিফেন্স কেইস অর্থাৎ নিরাপত্তারক্ষীর সাথে আসামীর বন্ধ থাকায় সে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা সংক্রান্ত বক্তব্য আদৌ প্রমান হয় না। সুতরাং আসামী কর্তৃক দন্ড বিধির ৪০৯ ধারায় উল্লেখিত অপরাধ মূলক বিশ্বাস ভংগ করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান হওয়ায় আসামী উক্ত ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং আসামী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন না করে অপরাধমূলক অসদাচরন করায় আসামী ১৯৪৭ ইং সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

১-৩নং বিচার্য্য বিষয় গুলি রাস্ট্র পক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হলো।

অতএব,

আদেশ হয় যে.

আসামী মোঃ মোসায়েকুর রহমান খাদেম, কং/২৯৩, দূর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট, পিতা-মৃত- হাফেজ আজিজুর রহমান খাদেম, গ্রাম- খড়মপুর, থানা-আখাউড়া, জেলা-বি-বাড়ীয়া এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ইং সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান হওয়ায় তাকে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারায় দোষী সাব্যক্রমে ২ (দুই) বৎসরের স্বশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ (দুই) মাসের কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ ইং সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ তাইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত এমে ১(এক) বৎসরের স্বশ্রম কারাদন্ড ও ১০০০/= (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১(এক) গাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো। উভয় আইনে প্রদত্ত সাজা এক সাথে চলবে। সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।

সাজা প্রাপ্ত আসামীর হাজতবাস কালীন সময় ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৩৫-এ ধারার বিধান মতে সাজায়, মেয়াদ হতে কর্তন হবে।

জব্দকৃত আলামত রাস্ট্রের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হলো।

আমার কথামত লিখিত ও সংশোধিত

স্বা/- অপাঠ্য
২০.০৯.২০১৫
বিভাগীয় স্পেশাল জজ,
সিলেট।

স্বা/- অপাঠ্য
২০.০৯.২০১৫
(ফাহমিদা কাদের)
বিভাগীয় স্পেশাল জজ,
সিলেট।

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ক্রটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, সিলেট কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৩০/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৯.২০১৫ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)